সমকাল

2 0 NOV 2013

ছাত্রলীগের তদবির না রাখায় পদ খোয়ালেন শেকৃবি রেজিস্ট্রার

■ সাব্বির নেওয়াজ

জনবল নিয়োগে ছাত্রলীগ নেতাদের 'তদবির' না রাখায় পদ খুইয়েছেন রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকও। গতকাল মঙ্গলবার তাকে রেজিস্ট্রার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ড. আনোয়ারুল ইসলামকে রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর আগে সোমবার তার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র নেওয়া হয়। শেকৃবি ছাত্রলীগ গত ১১ নভেম্বর কর্তব্যরত অবস্থায় ড. মিজানুর রহমানের কক্ষে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। রোববার থেকে তাকে ক্যাম্পাসে আসতেও বাধা দেওয়া হচ্ছিল।

জানা গেছে, গবেষণার কাজে সহায়তার জন্য অস্থায়ীভাবে ২৪ জন মৌসুমি কৃষি শ্রমিক নিয়োগে ১৬ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর এ নিয়োগে নিজেদের পছন্দমতো লোক নিয়োগ দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ তাদের পছন্দের লোকদের একটি তালিকাও জমা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা রেজিস্ট্রার মিজানুর রহমানকে চাপ প্রয়োগ করে আসছিল তাদের দেওয়া তালিকা থেকে জনবল নিয়োগ দিতে। কিন্তু তিনি তা করেননি।

গতকাল মঙ্গলবার এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ছাত্রলীগ শেকৃবির সভাপতি নাজমুল হক সমকালকে বলেন, ভিসির ইচ্ছাতেই রেজিস্ট্রারকে সরে যেতে হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, শেকৃবিতে আগেও অনেক নিয়োগ হয়েছে। ছাত্রলীগ কোনো নিয়োগে প্রভাব খাটায়নি। তিনি বলেন, মাস্টাররোলে কৃষি শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তার লিখিত পরীক্ষা এবং ভাইভাও শেষ হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের কোনো চাহিদা থাকলে তো নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতই থাকত।

বিদায়ী রেজিস্ট্রার ড. মিজানুর রহমান ছাত্রলীগ সভাপতির 'এ বক্তব্য সত্য নয় জানিয়ে সমকালকে বলেন, 'ছাত্রলীগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ পুরো কমিটিই আমার কাছে এসেছিল। তারা তাদের লোক নিয়োগের দাবি জানিয়ে আমাকে বলেছে, আমরা রাজনীতি করি, লোকজন আমাদের কাছে আসে। আমাদের কথা শুনতে হবে। এরপর থেকে তারা আমাকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল।' তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিয়োগ শুধু রেজিস্ট্রারের ওপর কখনও নির্ভর করে না।'

শেকৃবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ দাশ সমকালকে বলেন, 'কিছু কার্যকলাপের জন্য ভিসিই তাকে চান না। এ কারণে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিগগির নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হবে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাদাত উল্লা সমকালকে বলেন, প্রয়োজন হওয়ায় রেজিস্ট্রারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে ছাত্রলীগের দাবির বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি তিনি।